



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
ফোন বিভাগ



সার্কুলার সেটার নং-একা/ক্রেডিট/(শাখা-১)/৩(৭)/২০১৯-২০২০/১১১৯(১২৫০)

তারিখঃ ২৭/০৮/২০২০

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে
৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

শ্রিয় মহোদয়,

শ্রোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি খন বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২০
এর প্রতি দ্রষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি খন বিভাগ এর ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসিডি সার্কুলার নং-০১ এ বর্ণিত নির্দেশনা
সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি তথ্য যথাযথ অনুসরণ ও পরিপালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সার্কুলার সেটারটি নিম্নে মূদ্রণ করা হলোঃ

সম্পত্তি নভেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিষের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-
যাপনসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দীর্ঘায়িত হলে তবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন
বিকল্প পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পন্থন খন নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের
মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ ভাগ শস্য ও ফসল খাতে খণ্ড বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে হিসেবে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে
ব্যাংকসমূহের জন্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪,১২৪.০০ কোটি টাকার ৬০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা শস্য ও ফসল খাতে খণ্ড
বিতরণ করা সম্ভব হবে। শস্য ও ফসল খাতে চলমান খণ্ডপ্রাবহ পর্যাপ্ত ধাকার দরম্ব এ খাত অপেক্ষা কৃষির চলতি মূলধন ভিত্তিক খাতসমূহে
অধিকতর স্ফুরণ সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ খাতগুলিতে খণ্ডের প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এপ্রেক্ষিতে, চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষির অন্যান্য
খাতে (হার্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্ৰি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা
সম্ভব হলে দেশের সার্বিক কৃষিখাত স্ফুরণ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত খাতসমূহের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি
টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম গঠনের সিঙ্কান্স গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম পরিচালনায় নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

১. সূচনা ৪ (ক) এ ক্ষীমের নাম হবে “কৃষি খাতে বিশেষ প্রযোগনামূলক পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম”;
- (খ) তহবিলের পরিমাণ হবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংককের নিজস্ব উক্স থেকে এ অর্থায়ন করা হবে;
- (গ) এ ক্ষীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation
Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে
বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ ক্ষীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ৩০
সেপ্টেম্বর, ২০২০ মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের অনুকূলে খণ্ড বিতরণ পূর্বক মাসিক ভিত্তিতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।
- (ঘ) ব্যাংকসমূহের কৃষি খণ্ড বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কৃষি খণ্ড বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা
হবে। প্রাক্ত পর্যায়ে খণ্ড বিতরণের পর বরাদ্দকৃত তহবিল হতে পর্যায়জন্মে বরাদ্দকৃত তহবিলের সম্পরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।
- (ঙ) ব্যাংকসমূহের বর্তমান গ্রাহকদের মধ্য হতে ক্ষতিশূন্য গ্রাহকগণ বিদ্যমান খণ্ড সুবিধার অতিরিক্ত ২০ শতাংশ পর্যন্ত খণ্ড এ ক্ষীমের আওতায়
গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে জামানতের/সহায়ক জামানতের বিষয়ে ব্যাংক সিঙ্কান্স গ্রহণ করতে পারবে।
এছাড়া নতুন গ্রাহকগণের খণ্ডের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ ক্ষীমের আওতায়
বিতরণ করতে পারবে। তবে এ ক্ষীমের আওতায় গৃহীত খণ্ড কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন খণ্ড সম্পর্কের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

**বিষয়ঃ নভেম্বর করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে
৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীমত গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।**

(চ) খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী খণ্ড নীতিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের আলোকে কেস-টু-কেস ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং প্রতিটি খণ্ডের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে।

২. খণ্ডের মেয়াদ : (ক) অংশঘৃণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + ছেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে আসল এবং সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ হারে) পরিশোধ করবে।

(খ) অংশঘৃণকারী ব্যাংকসমূহের ন্যায় গ্রাহক পর্যায়েও খণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে খণ্ড গ্রহণের তারিখ হতে ১৮ মাস (৬ মাস ছেস পিরিয়ডসহ)।

৩. খণ্ডের সুদের হারঃ (ক) এ ক্ষীমের আওতায় অংশঘৃণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ হারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা পাবে।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%। উক্ত সুদ হার চলমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

৪. খণ্ড বিতরণের ধাতঃ শস্য ও ফসল খাত ব্যতীত কৃষির অন্যান্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল খাতসমূহ (যথাঃ হর্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোক্তি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) ; তবে, কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খণ্ডের ৩০% এর অধিক খণ্ড বিতরণ করতে পারবেনা। এছাড়াও, যে সকল উদ্যোগা প্রতিষ্ঠান কৃষির কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য ক্রয়পূর্বক সরাসরি বিক্রয় করে থাকে তাদেরকেও এ ক্ষীমের আওতায় খণ্ড বিতরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোন উদ্যোগা প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকার উক্ত খণ্ড বিতরণ করতে পারবে না;

৫. পুনঃঅর্থায়ন আবেদন পক্ষত্বিষ্ট সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড বিতরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি খণ্ড বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্থায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত সনদপত্র;
- বিতরণকৃত খণ্ডের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক);
- খণ্ড পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও লেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

৬. পরিশোধ পক্ষত্বিষ্ট (ক) বিভিন্ন দফায় ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদসহ গৃহীত আসলের সমূদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে ;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত খণ্ড আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব খণ্ড বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না ;

(গ) খণ্ডের বকেয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রাঙ্কিত চলতি হিসাব বিকল্প করে তা আদায়/সমষ্টয় করা হবে ;

(ঘ) এ ক্ষীমের আওতায় প্রদত্ত খণ্ডের অর্ধ বা এর কোন অংশের স্বত্ববহার হয়নি এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমান অর্ধের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে।

৭. অন্যান্য শর্ত : (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্ত্যা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক খণ্ড বিতরণ করবে এবং খণ্ড বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে ;

(খ) উক্ত খণ্ডের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রতিমাকরনের সময়কাল, খণ্ড প্রয়োজন যোগ্যতা নিরূপণ, খণ্ড বিতরণ, খণ্ডের স্বত্ববহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথাব্যবস্থাপূর্বক অনুসৃত হবে ;

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে। পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তদিন বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

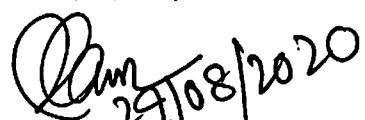
বিষয়ঃ নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রদূর্ভাবের কারণে কৃষি ধাতে চেতিমূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে
৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ধন বিভাগ এর ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের এসডি সার্কুলার নং-০১ অপর পৃষ্ঠায় হ্রস্ব
পুনঃমুদ্রণ করা হলো। এমতাবস্থায়, এসডি সার্কুলার নং-০১ মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

অনুমোদনক্রমে-

সংযুক্তির বর্ণনামতে।

আপনার বিশ্বাস

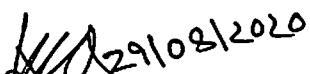

(মোহাম্মদ মশ্বারুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)
ফোনঃ ৯৫৫০৮০৩

নং-প্রকা/ক্রেষ্টিঃ/(শাখা-১)/৩(৭)/২০১৯-২০২০/১১১৯(১২৫০)

তারিখঃ ২৭/০৮/২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুমতি প্রেরণ করা হলোঃ

- ০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১, ২, ৩ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
- ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাটারি বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে
ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৮। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৯। নথি/মহানথি।


(আজিজুল হক)
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
চাকা।

১৩ এপ্রিল ২০২০

তারিখ: _____

৩০ জৈর ১৪২৬

এসিডি সার্কুলার নং - ০১

প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

নডেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে
৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

সম্পত্তি নডেল করোনা ভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশেষ দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-
যাপনসহ অধিনেতৃত কর্মকাণ্ড সীমিত হয়ে পড়েছে। করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাব দীর্ঘস্থিত হলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ বিভিন্ন বিনিপ
পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রধীন কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের মোট
সক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০ ডাগ শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে হিসেবে চলতি ২০১৯-২০ অর্ধবছরে ব্যাংকসমূহের জন্যে
নির্ধারিত সক্ষ্যমাত্রা ২৪,১২৪.০০ কোটি টাকার ৬০ শতাংশ অর্ধাং প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা শস্য ও ফসল খাতে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে।
শস্য ও ফসল খাতে চলমান ঝণপ্রবাহ পর্যাপ্ত থাকার দরুন এ খাত অপেক্ষা কৃষির চলতি মূলধন ভিত্তিক খাতসমূহে অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে
বিধায় এ খাতগুলিতে ঝণের প্রবাহ নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এপ্রেক্ষিতে, চলতি মূলধন ভিত্তিক কৃষির অন্যান্য খাতে (হার্টকালচার অর্ধাং বৌসুম
ভিত্তিক মূল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোল্ট্ৰি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে দেশের সার্বিক কৃষিখাত ক্ষতি
কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত খাতসমূহের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম গঠনের সিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে :

১. সূচনা : (ক) এ ক্ষীমের নাম হবে “কৃষি খাতে বিশেষ প্রযোগনামূলক পুনঃঅর্থায়ন ক্ষীম”;
(খ) তহবিলের পরিমাণ হবে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে এ অর্ধায়ন করা হবে;
(গ) এ ক্ষীমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাথে স্বাক্ষরিত অংশগ্রহণ চুক্তিপত্রের (Participation Agreement) মাধ্যমে
বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ এ ক্ষীমের আওতায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্ত করতে পারবে। এ ক্ষীমের আওতায় ব্যাংকসমূহ ৩০
সেপ্টেম্বর, ২০২০ মেয়াদের মধ্যে গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ পূর্বক মাসিক ডিপিতে পুনর্অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে হবে।
(ঘ) ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের দক্ষ্যমাত্রা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে।
গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর বরাদ্দকৃত তহবিল হতে পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সম্পরিমাণ অর্থায়ন করা হবে।
(ঙ) ব্যাংকসমূহের বর্তমান গ্রাহকদের মধ্য হতে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকগণ বিদ্যমান ঋণ সুবিধার অভিযন্তে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ এ ক্ষীমের আওতায় গ্রহণ
করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের গ্রাহক সম্পর্কের ডিপিতে জামানতের/সহায়ক জামানতের বিষয়ে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া
নতুন গ্রাহকগণের ঝণের সর্বোচ্চ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই এর ভিত্তিতে নির্ধারণপূর্বক এ ক্ষীমের আওতায় বিতরণ করতে
পারবে। তবে এ ক্ষীমের আওতায় গৃহীত ঋণ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সম্মত্যের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
(চ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্যাংকের-গ্রাহক সম্পর্কের
আলোকে কেস-টু-কেস ডিপিতে বিবেচনা করবে এবং প্রতিটি ঝণের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করবে।

২. ঝণের মেয়াদ : (ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃঅর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ মাসের (১২ মাস + গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস) মধ্যে
আসল এবং সুদ (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ১% সুদ হারে) পরিশোধ করবে।

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের ন্যায় গ্রাহক পর্যায়ে ঝণের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ঝণ গ্রহণের তারিখ হতে ১৮ মাস (৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ)।

৩. খণ্ডের সুন্দর হারঃ (ক) এ ক্ষীমের আওতায় অংশবিহুকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নির্ধারিত ১% সুদ হারে পুনঃঅর্ধায়ন সুবিধা পাবে ।

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুন্দর হার হবে সর্বোচ্চ ৮% । উক্ত সুদ হার চলমান গ্রাহক এবং নতুন গ্রাহক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে ।

৪. খণ্ড বিভাগের খাতঃ শস্য ও ফসল খাত ব্যক্তিত কৃষির অন্যান্য চলতি মূলধন নির্ভরশীল খাতসমূহ (যথাঃ হার্টিকালচার অর্থাৎ মৌসুম ভিত্তিক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, পোত্তি, ডেইরি ও প্রানিসম্পদ খাত) ; তবে, কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ঝণের ৩০% এর অধিক খণ্ড বিভাগ করতে পারবেনা । এছাড়াও, যে সকল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপন্য জমাপূর্বক সরাসরি বিক্রয় করে থাকে তাদেরকেও এ ক্ষীমের আওতায় খণ্ড বিভাগের জন্য বিবেচনা করা যাবে । তবে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকার উর্দ্ধে খণ্ড বিভাগ করতে পারবে না;

৫. পুনঃঅর্ধায়ন আবেদন পক্ষতি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড বিভাগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃঅর্ধায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ মাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক, কৃষি খণ্ড বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট পুনঃঅর্ধায়ন দাবি করবেঃ

- প্রকৃত বিভাগ সংক্রান্ত সনদপত্র;
- বিভাগগুলি ঝণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক মোতাবেক);
- খণ্ড পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট) ও মেটার অব কন্টিনিউটি;
- সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য ।

৬. পরিশোধ পক্ষতি : (ক) বিভিন্ন দফায় ব্যাংকের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ মেয়াদ পূর্তির মধ্যেই সুদসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে ；

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিভাগগুলি খণ্ড আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব খণ্ড বিভাগকারী ব্যাংকের ওপর ন্যূনত থাকবে । গ্রাহক পর্যায়ে খণ্ড আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওলাকে সম্পর্কিত করা যাবে না ；

(গ) ঝণের বকেয়া নির্ধারিত ভারিতের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে ；

(ঘ) এ ক্ষীমের আওতায় প্রদত্ত ঝণের অর্থ বা এর কোন অংশের সন্তুষ্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীক্রিয়া হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্ধের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ এককালীন আদায় করা হবে ।

৭. অন্যান্য শর্ত ৪ (ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক খণ্ড বিভাগ করবে এবং খণ্ড বিভাগের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে ；

(খ) উক্ত ঝণের জন্য প্রযোজ্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অন্যান্য নীতিমালা যেমন জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরনের সময়কাল, খণ্ড প্রযোজ্যতা যোগ্যতা নির্দেশন, খণ্ড বিভাগ, ঝণের সন্তুষ্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে ；

(গ) উপরোক্ত পুনঃঅর্ধায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কাপি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে । পুনঃঅর্ধায়ন সংক্রান্ত উন্নিষিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে ।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে ।

আপনাদের বিশ্বাস,

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮

ব্যাংকের নামঃ

মাসের নামঃ

অর্ধবছরঃ

(কোটি টাকায়)

শাবার নাম	গ্রাহকের নাম	বিতরণকৃত ঝণের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যামে সুন্দের হার	ঝণ বিতরণের তারিখ	ঝণের মেয়াদ	ঝপ বিতরণের থাত	বিতরণকৃত ঝণের বিগৱীতে দাবীকৃত পুনঃঅধীয়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							